পারে। সংবাদ সূত্রকে বাঁচিয়ে যতটুকু লেখা যায় তাই তাঁদের লিখতে হয়। না হলে ভবিষ্যতে খবর পাওয়া যেমন মুশকিল হয়ে যায় তেমনি সূত্র আবার খবর অস্বীকারও করতে পারেন। অনেক সময় লবি প্রতিবেদকরা আগামী দিনে সংসদ বা বিধানসভায় কি হতে হচ্ছে তার একটা আগাম আভাষ বা পূর্বাভাষও পেয়ে যান।

লবি প্রতিবেদকদের সভ্য, ভদ্র, নম্র ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হয়। তেমনি থাকা দরকার তাঁর নানান ভাষায় কথা বলা ও আইন বাঁচিয়ে লেখার ক্ষমতা ও উত্তম শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়া অবশ্যই তাঁর এক বড় গুণ। অধিকাংশ কাগজই অল্প অভিজ্ঞ বা জুনিয়ার রিপোর্টারদের একাজে লাগায়। কিন্তু পরিচয়ের সূত্র ধরেই ও কাজের নিরিখে ভালো খবর করে অনেকেই কুলীন হয়ে যান। দক্ষতা ও গুণের সঙ্গে পদোন্নতিও ঘটে। ধূর্ত শেয়ালের মত তাকে খবর শিকারে নামতে হয়, পরমহংসের মত দুধটা খেয়ে নিয়ে জলটা ফেলে দিতে হয়। একাজে যিনি যত দক্ষ হোন তাঁর উন্নতি ও সাফল্যও ততটাই সুনিশ্চিত হয়। আবার সংসদীয় রীতিনীতি তাঁকে যেমন জানতে হয় ও বুঝতে হয় তেমনিই বিভিন্ন দলের সাংসদ ও বিধায়কদের চিনতে হয় ও তাঁদের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে হয় অবিরত। রাজনৈতিক দলগুলি ও রাজনীতি নিয়ে নানা ধারণা গড়ে তুলতে হয়। একাজে যিনি যতবেশি রপ্ত হন ততই বাড়ে তাঁর সাফল্য ও খবর করার ক্ষমতা। কাগজ ও সংবাদ মাধ্যমে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঠিক ততটাই বাড়ে।

ফরেন করসপনডেন্ট বা বিদেশ সংবাদদাতা

এখন আমরা বিশ্বনাগরিক। বিশেষ করে বিশ্বায়নের এই যুগে এই পৃথিবী যখন হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে আমাদের তখন আরও বেশি করে উঠে এসেছে গ্লোবাল ভিলেজ বা পুরো বিশ্বটাই এমটি গ্রাম এর কনসেপ্ট। তাই দেশের খবরের পাশাপাশিই আজ বিশ্ব সংবাদের প্রতি আমাদের আগ্রহ ও কৌতুহল নিরন্তর বাড়ছে। আসলে যত দিন যাচ্ছে সমানে বাড়ছে মানুষের জ্ঞানের পরিধি। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্যের খবরের মতই মানুষ আজ জানতে চান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতি, নির্বাচন, সংগ্রাম, প্রতিবাদ সব কিছুই।

কোন দেশ গোপনে পরমাণু গবেষণা করছে, পরমাণু চুক্তি নিয়ে দেশের অবস্থানের কেমন প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর কেমনভাবে তা গড়ে উঠল, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর হত্যাকান্ডের পর কেমন অবস্থা সেদেশের অভ্যন্তরে, আল কায়দার সংগঠন কীভাবে জাল বিছাচ্ছে গোপনে আবার লাদেন হত্যার বা কি প্রতিক্রয়া বিশ্ব অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে হবেন প্রার্থী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নাকি প্রথম মহিলা এসব তথ্যই আজ মানুষ জানতে চায়। এসব খবরের জন্য মানুষের আগ্রহ অসীম, সীমাহীন। তার উপর প্রযুক্তি বিপ্লবের জন্য ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। মানুষ আজ ভাবে নিজের দেশের নাগরিকত্বের পাশাপাশি

আমরা আজ বিশ্বনাগরিকও। তাই সারা বিশ্বের খবর জানার এই আগ্রহ মানুষের মধ্যে বেড়েই চলছে প্রতিদিন। সেই কারণেই পাঠকদের এই বিপুল কৌতুহলের নিরসন ঘটাতে আজকের সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতীন গণমাধ্যম, বিশ্বসংবাদকে এত বেশি করে প্রাধান্য দেয়। খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে সে সব খবর লিড বা প্রধান খবরও হয়ে যায়। এইসব খবর যাঁরা পাঠান সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের দপ্তরে বিশ্বের নানা দেশ থেকে তাঁরাই হলেন ফরেন করসপনডেন্ট বা বিদেশ সংবাদদাতা। এরা থাকেন বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাজধানী শহরে এবং নিয়মিত তাঁরা খবরের ডেসপ্যাচ পাঠান। সব সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমই এদের পাঠানো খবরকে গুরুত্ব দেয়।

আকাশবানী, দূরদর্শন, বিভিন্ন সংবাদপত্রগোষ্ঠী, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং সংবাদ সংস্থাগুলি মূলতঃ বিদেশের নানারকম খবরাখবরের জন্য বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে বিদেশ সংবাদদাতা রাখে। এদের খবরের ক্ষেত্রে চৌখস বা ভীষণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হয়। বিদেশ সংবাদদাতাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও উত্তম যোগ্যতা ও বিপুল পড়াশুনা থাকা বাঞ্ছনীয়। না হলে পেশাগত দিক দিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পেশাগত দিক দিয়েও এরা হন অত্যন্ত স্মার্ট ও পেশাদারী। নানারকম খবরের বোঝা থেকে তাঁদের সঠিক খবরটা বেছে বের করে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রখর সংবাদ চেতনা বা প্রচন্ড নিউজ সেন্স না থাকলে এটা করা যায় না। বিদেশের সরকার, প্রশাসন, পুলিস ও কূটনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও ব্যাপক জনসংযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। বন্ধুত্ব ও সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। প্রয়োজনে তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয় বা ট্যুর করতে হয় ব্যাপকভাবে এবং দূর দূরান্তে। কেননা বিদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রের কেবলমাত্র একজন করে প্রতিনিধি রাখা কোন মাধ্যমের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অবশ্য আশপাশের দুচারটি প্রতিবেশী দেশের খবরাখবরও তাঁকেই কভার করতে হয়। আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসাবে এরা কভার করেন একটি মহাদেশের সুনির্দিষ্ট এলাকাও। প্রয়োজনে বিদেশি ভাষাও জানতে হয় তাঁদের। তাতে কাজ করার অনেক সুবিধা হয়। জানতে হয় নানা দেশের নানা রকম আইনকানুন ও সরকারি নানা রীতিনীতিও।

বেশিরভাগ বিদেশ সংবাদদাতাদেরই কাজ করতে হয় বিপুল টেনশনের মধ্যে দিয়ে। তাঁদের প্রাথমিক কাজই হল নানা খবরের সূত্র খুঁজে বের করা এবং অ্যাসাইনমেন্ট ফুলফিল করা। বিদেশে তিনিই হন প্রতিবেদক, বিশেষ সংবাদদাতা, বার্তা সম্পাদক এমনকি সম্পাদকও। সেকথা মাথায় রেখেই তাই তাঁকে সাধারণ নিউজ হান্টিং থেকে শুরু করে তার রিসোর্স পার্সন হিসাবে গবেষনা বা হোমওয়ার্ক স্টাডি করে আবার বার্তা সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার যথাযথ সম্পাদনা করে ফিনিশিং টাচ দিয়ে কপি পাঠাতে হয়। সরকারি নানা কর্মকান্ড, বিভিন্ন কূটকাচালি, নীতিরূপায়ন, রাষ্ট্রপ্রধানদের নানা মন্তব্য নিয়েই তাঁর কাজ কারবার। তবে আজকাল সাংবাদিকদের করা চাঞ্চল্যকর নানা খবর যেমন দুর্নীতি, কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, অপরাধ, যৌন সম্পর্ক, হিংসাত্মক নানা ঘটনা নিয়েও জনগন যেমন

জানতে চান তেমনিই জানতে চান মানবিক আবেদনমূলক ঘটনা, দান অনুদান এবং রাষ্ট্রবিপ্লবও। তাঁকে সেকথা মাথায় রেখেই তাই খবর সংগ্রহ করতে হয়। এসব কাজে যেমন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না তাই যখন তখন বিভিন্ন স্থানে তাদের ছুটতে হয় আবার নিয়ম করে ঘরে ফেরারও ঠিক থাকে না। ফলে বাড়ির অশান্তিও তাঁদের ভোগ করতে হয়। অথচ তাঁর কমিটমেন্ট এবং অ্যাসাইনমেন্ট দুইই যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ। গ্ল্যামার তাঁর যথেষ্টই। তাই খবরের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেই হয়। কোন খবর মিস হবার অর্থই হল তাঁর নিজের ক্রেডিবিলিটি কমে যাওয়া।

বিদেশ সংবাদদাতারা খবরের বিশেষজ্ঞ। তাঁদের যেমন নানা খবরের ব্যাপক সূত্র থাকে তেমনি নিয়মিতভাবে তাঁরা বেতার ও টেলিভিশনের খবরের ফলো আপও করেন। দেখেন বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকী। খবরের জন্য যেমন বিপুল অর্থব্যায় করতে হয় তেমনি সময় দিতে হয় খবরের কাজে নিরন্তর ও নিরলসভাবে। পিছুটান ছেড়ে তাঁরা পেশার জন্যই তাই বরাদ্দ করেন তাঁদের সময় যত বেশি সম্ভব।

বিদেশ সংবাদদাতাদের কাজের অন্যতম শর্তই হল তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিদেশি রাষ্ট্রের বাসিন্দা হতে হয়। সে দেশের রীতি নিয়ম, আইন, রাজনীতি, প্রশাসনিক নিয়ম, পরিবেশ, পরিস্থিতি, ভূগোল, পথ পরিবহন সবকিছু সম্বন্ধেই তাঁকে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল হতে হয়। কোন কোন সংবাদ মাধ্যম রাখে পুরো সময়ের সংবাদদাতা আবার কেউ অন্য মাধ্যমের লোকেদের দিয়ে আংশিক সময়ের জন্য কাজ করিয়ে নেয়। কাজের পদ্ধতি যাই হোক মূল বিচার্য খবরের মুন্সীয়ানা ও বিপুল যোগাযোগ। কারণ বিদেশে সংবাদদাতা রাখাটাই ব্যায়বহুল। আজকের সাংবাদিকতায় এইজাতীয় সংবাদ ও সংবাদদাতা দুয়েরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দিনের দিন এই চাহিদা আরও বাড়বে বই কমবে না। তাই এ বিষয়ের উপর স্পেশালাইজেশন বাড়ছে। আগামী দিন তা আরও বাড়বে, বাড়তেই থাকবে।

এয়ারপোর্ট রিপোর্টার বা বিমানবন্দর সংবাদদাতা

বিমানবন্দর মানেই ভি ভি আই পি বা তারকা ও সেলিব্রিটিদের আনাগোনা। কারণ ব্যস্ততার যুগে ব্যস্ততম ব্যক্তিরা বিমানেই যাতায়াত করেন বেশি। আর যেখানেই সেলিব্রিটি খবরও ঠিক সেখানেই। তাই বিমানবন্দর সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের খবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এমনকি বিমানবন্দর বা বিমান পরিষেবা নিয়েও প্রতিদিনের সংবাদপত্রে নানা খবরাখবর থাকে। সেই কারণেই সব সংবাদ মাধ্যমই বিমানবন্দরের নানা খবরা খবরের জন্য নিজস্ব বিমানবন্দর সংবাদদাতা বা প্রতিবেদক রাখে।

কোন কাগজ এদের রাখে পূর্ণসময়ের স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে আবার কোন কোন সংবাদ মাধ্যম আংশিক সময়ের কর্মীদের দায়িত্ব দেয়। মূললক্ষ্য অবশ্যই সংবাদ সংগ্রহ তাই তা পেলেই হল। বিমানবন্দরের খবর মূলতঃ ভি আই পি নির্ভর। কারণ রাজনৈতিক